উত্তরাধিকারে কন্যা ও পুত্রসন্তানের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত

'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।' এই ঘোষণা আমাদের মহান সংবিধানের। সংবিধানে আরো বলা হয়েছে, 'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন; এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।' কিন্তু এ ধরনের স্পষ্ট সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকার পরও সংবিধান প্রণীত হবার ৩৮ বছর পর পর্যন্ত আমাদের দেশে নারীর প্রতি বৈষম্যপূর্ণ আইন বলবৎ আছে, যা স্পষ্টতই সংবিধানবিরোধী। এ ধরনের আইন বলবৎ রেখে রাষ্ট্র স্বয়ং সংবিধান লঙ্ঘন করে চলেছে।

প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইনে বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব ও প্রতিপালন এবং সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে নারী বিশেষভাবে বৈষম্যের শিকার হয়ে চলেছে, যা একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল, সিডও সনদ, বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশনের সঙ্গেও সংগতিপূর্ণ নয়। মহান সংবিধান এবং রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক সনদসমূহের শর্তাবলির ভিত্তিতে ও নারীসমাজের দীর্ঘদিনের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করেছে, প্রচলিত আইনে বৈষম্য চলমান থাকা তার চেতনাকেও ব্যাহত করে।

ধর্মভিত্তিক পারিবারিক আইন অনুযায়ী ছেলেরা বাবার সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার পেলেও একমাত্র সন্তান নারী হলে তিনি পূর্ণ অধিকার না পেয়ে পান অর্ধেক অংশের অধিকার। কেবল মুসলিম নারীরা নন, এদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী নারীদের সম্পত্তির উত্তরাধিকারও নির্ণিত হয় স্ব স্ব ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী, এবং প্রতিক্ষেত্রেই তা বৈষম্যপূর্ণ। ধর্মীয় আইনে সংস্কার এনে ইতোমধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীদের সম্পত্তিতে সমান অধিকার ভোগের সুযোগ দেয়া হয়েছে। পরিবর্তনের চেষ্টা চলছে আরো অনেক দেশেই। কিন্তু আমরা নারীর প্রতি বৈষম্যের অন্য অনেক ক্ষেত্রে কিছু সংস্কার সাধন করলেও স্পর্শকাতরতার অজুহাতে সম্পত্তিতে কন্যাসন্তানের উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বিরাজিত বৈষম্যটি আজো দূর করতে পারি নি।

একথা আজ প্রতিষ্ঠিত যে, সম্পত্তিতে সমান অধিকারের নীতি কার্যকর করা না গেলে নারীর পূর্ণ ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। বলা যায়, এটি নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। আমরা একইসঙ্গে নারীর ক্ষমতায়ন চাইব আবার সম্পত্তির অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিতও করব— এরকম বৈপরীত্য গ্রহণীয় হতে পারে না। এরকম বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে ২০০৯-এর রোকেয়া দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পত্তিতে নারীর সমানাধিকারের পক্ষে তাঁর জোরালো মত দেন এবং এ নিয়ে তাঁর সরকার কাজ করছে বলে জানান। তাঁর ঘোষণাটি নারীসমাজকে বিশেষভাবে আশান্বিত করেছে। আমরা মনে করি, অনেক বিরুদ্ধমত থাকা সত্ত্বেও ১৯৯৭ সালে যেভাবে শেখ হাসিনার সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছিল, তেমনি তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মুসলিম পারিবারিক আইনের উত্তরাধিকার অংশে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনেও তাঁর সরকার পিছপা হবে না। প্রসঙ্গক্রমে আমরা ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত সিডও সনদের কথাও বলতে পারি। এই সনদে স্বাক্ষরের পর থেকে সিডও কমিটির কাছে বাংলাদেশের বিভিন্ন মেয়াদের সরকারসমূহ অচিরেই সনদের ধারা ২ ও ১৬-১(গ) থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার ও বাস্তবায়ন করা হবে বলে অঙ্গীকার করে আসছে। এ ব্যাপারে আর সময়ক্ষেপণ না করে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের জন্য প্রণীত সিডও সনদের পূর্ণ অনুমোদন ও বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া দরকার। এটি করা হলে সম্পত্তিতে ছেলে-মেয়ে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠাসহ নারীর প্রতি বিবিধ বঞ্চনা ঘুচানোর পথটি নিঃসন্দেহে আরো প্রশস্ত হবে।

হাজার হাজার বছর ধরে ন্যায্য উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত নারীসমাজের পক্ষে দাঁড়িয়ে আমরা আশা করব বর্তমান মহাজোট সরকার সম্পত্তিতে কন্যাসন্তানের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সিডও সনদের দুটি ধারা থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে সনদের পূর্ণ অনুমোদন ও বাস্তবায়নে অতি অবশ্যই প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩১ ডিসেম্বর ২০০৯